

# ডেঙ্গু-হামের ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

দীর্ঘ ছুটির পর আজ খুলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এম এইচ রবিন

০৭ জুন ২০২৬, ১২:০০ এএম



ঈদুল আজহাসহ টানা ১৬ দিনের দীর্ঘ ছুটি শেষে আজ রবিবার দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে। তবে এমন এক সময়ে সাড়ে তিন কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী ক্লাসে ফিরছে, যখন দেশজুড়ে একদিকে ডেঙ্গু সংক্রমণের ঝুঁকি, অন্যদিকে শিশুদের মধ্যে হামের প্রাদুর্ভাব ও তীব্র গরম জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। এ অবস্থায় শুধু নিয়মিত পাঠদানই নয়, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষার প্রাক্কালে এডিস মশার বিস্তার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ ছুটির কারণে বন্ধ থাকা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ, ছাদ, ফুলের টব ও খেলার মাঠে পানি জমে এডিসের প্রজননক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। তাই শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রথম দিনই ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করা জরুরি।

পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রশাসন ইতোমধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল আমাদের সময়কে জানান, আমরা প্রতিটি স্কুলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছি। কোনোভাবেই যেন তিন দিনের বেশি পানি জমে না থাকে। মশকনিধনে স্থানীয় সরকার ও সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সমন্বয় করতে বলা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হতে পারে ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রথম দুর্গ। শিক্ষার্থীরা যদি ক্লাসে এবং প্রাত্যহিক সমাবেশে সচেতন হয়, তবে সেই বার্তা প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে যাবে। প্রতিটি স্কুলে সপ্তাহে অন্তত এক দিন ‘মশার প্রজননস্থল ধ্বংস দিবস’ পালন করা উচিত।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগম বলেন, গরম ও মশার উপদ্রব দুটিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা ছাত্রীদের দিকে বাড়তি নজর রাখব, যেন কেউ হঠাৎ অসুস্থ না হয়ে পড়ে। শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ শেষ হয়েছে।

অন্যদিকে, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শায়লা নাসরীন জানান, রবিবার শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসার আগেই সব বৈদ্যুতিক পাখা পরীক্ষা ও অচলগুলো দ্রুত মেরামত করা হচ্ছে। ডেঙ্গু সচেতনতায় প্রাত্যহিক সমাবেশে দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রওশন জাহান পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির সমন্বয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ২৮ জুন থেকে আমাদের ষাণ্ঠাসিক পরীক্ষা। রবিবার থেকে সিটি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তীব্র গরম ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কারণে সবদিক বিবেচনা করে আমাদের এগোতে হবে।

দনিয়া এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের অধ্যক্ষ জানান, শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পানি পানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে স্কুল প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত পানির জারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হামের প্রাদুর্ভাব ও তীব্র গরমে করণীয় প্রসঙ্গে শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. আবিদ হাসান মোল্ল্যাহ বলেন, ডেঙ্গুর পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ ‘হাম’ এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ ছুটির পর শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে ক্লাসে বসবে, যা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এ কারণে কোনো শিক্ষার্থীর জ্বর, সর্দি, কাশি বা শরীরে লালচে দানা (র্যাশ) দেখা দিলে তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে ববে অভিভাবকদের।

শিক্ষকরা মনে করেন, শুধু স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। সন্তানদের পূর্ণ টিকাদান (বিশেষ করে হামের টিকা) নিশ্চিত করার পাশাপাশি, শিশুদের ফুল হাতা পোশাক পরিয়ে স্কুলে পাঠানো এবং বাসায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজাও প্রয়োজন।